গাংনীতে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন নিষ্ক্রিয় করলো বোম ডিসপোজাল টিম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রাম থেকে ৯৬টি মাইন উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী দল। এর মধ্যে ৭৯টি এন্টি পার্সোনেল মাইন ও ১৭টি এন্টি ট্যাংক মাইন রয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঘটনাস্থল এসব মাইন উদ্ধার করে বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ির মাথাভাঙা নদীর পাড়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিষ্ক্রিয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি দল। এসময় পুরো এলাকার বিকট শব্দে কেঁপে উঠে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দুপুরে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী একটি দল বেতবাড়িয়া গ্রামে ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় তিন ঘন্টা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উদ্ধার অভিযান শেষ করে। পরে উদ্ধার করা এসব বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম

বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ি গ্রামে অবস্থিত মাথাভাঙা নদী পাড়ে নেওয়া হয়। পরে সেখানে সেনাবাহিনীর চৌকস দল উদ্ধার হওয়া মাইন গুলো নিষ্ক্রিয় করলে বিকট শব্দে এঅঞ্চলের এক কিলোমিটার এলাকা বিকট শব্দে কেপে উঠে। এসব তথ্য নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি তদন্ত শিমুল বিশ্বাস বলেন আমাদের এই উদ্ধার অভিযান আজকের মত শেষ হয়েছে।

নদীর ওপারের তেকালা গ্রামের আরামত হোসেন জানান, মাইনগুলো যখন বিষ্ফোরণ হচ্ছিল তথন আমাদের ঘর বাড়ি কাঁপছিলো।

উল্লেখ্য -গত শনিবার বেতবাড়িয়া গ্রামের কালু মালিথার একটি পরিত্যক্ত জমিতে মাইনসদৃশ কয়েকটি বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। বস্তুগুলোর কয়েকটিতে ইংরেজিতে MPI 1967 MINE A/PERS ND P2 MK2 লেখা রয়েছে। ওই দিন বস্তুগুলো কর্ডন করে পাহারা দেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাব, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সদর দপ্তরের বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। পরে যশোর সেনানিবাসে যোগাযোগ করে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট পাঠানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে রোববার সন্ধ্যায় যশোর সেনানিবাসের একটি সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলে। সূত্রের তথ্যমতে, সেনানিবাস থেকে একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে একটি টিম সোমবার সকালে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেই টিম আজকের এই অভিযান পরিচালনা করে।

মাথাভাঙা নদী পাড়ের বাসিন্দা বৃদ্ধ জুলেখা খাতুন বলেন,বাবা এটা এতো বিকট শব্দে বিষ্ফোরণ হয়েছে যে আমার মাটির ঘরের দুটি জ্বানলা খুলে পড়ে গেছে। আর ঘর বাড়ি সব কাপছিলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল হক বলেন,আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এমন মাইন বিভিন্ন জাইগাই পুতে রাখতো। সেগুলো এমন ভাবে মাটির নিচে পুতে রাখা হতো সেগুলো দেখে বোঝার উপাই ছিলো না। এক একটি ছোট মাইন মানেই এক একটি প্রান। আমাদের বামন্দী এলাকার একজন এই ছোট মাইন বিষ্ফোরণে পা ছিন্ন বিছন্ন হয়ে মারা গিয়েছিলো। আর বড় আকারের মাইন গুলো যুদ্ধ ট্রাংক ধ্বংসের জন্য ব্যাবহার হতো। আজকের এই মাইন বিষ্ফোরণ আবার একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দিলো।

বামন্দী গ্রামের বাসিন্দা আমজাদ হোসেন বলেন,স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মেলেটারির পেতে রাখা মিনি মাইনে আমার বাবার পা ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে ছিলো। আমি আমার অন্য চাচাদের কাছ থেকে শুনেছি এমন মিনি মাইন অনেক পুতে রেখে ছিলো এই অঞ্চলে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) শিমুল কুমার জানান, গত ৮ আগস্ট শনিবার সকালে বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পুরো এলাকা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। পরে মাইন নিষ্ক্রিয়কারী দলকে জানানো হলে আজ যশোর থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। মাটি খুঁড়ে একে একে ১৭টি অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন ও ৭৩টি অ্যান্টি-পার্সন মাইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাইনগুলো গ্রামের পার্শ্ববর্তী টকটি নদীর পাড়ে

নিষ্ক্রিয় করা হয়।

জানা গেছে, বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবুল মালিথার ছেলে কাদা মালিথা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় তিনি মাটির নিচে ধাতব আকৃতির কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। পরে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলে একে একে ৫টি ল্যান্ডমাইনের খালি বক্স উদ্ধার হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়রা গাংনী থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকাটি নিরাপত্তার আওতায় নেয়।

স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করে এলাকা ঘিরে রাখে।

এসএসসির ফলে মেহেরপুরে শীর্ষে জিনিয়াস-সন্ধানী, সরকারি স্কুলে হতাশা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার।

এবারের ফলাফলে মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। তবে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল তুলনামূলকভাবে হতাশাজনক।

মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৭৪ জন জিপিএ-৫সহ মোট ১৫৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৯ জন জিপিএ-৫সহ ৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৯৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

অন্যদিকে জেলার চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফলে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২২৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯ জন জিপিএ-৫সহ ১৮৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৩৯ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৬৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৭ জন জিপিএ-৫সহ ১৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৬৮ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৪ দশমিক ২৪ শতাংশ।

গাংনী সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২১ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭ জন জিপিএ-৫সহ ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ২৭ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২১ জন জিপিএ-৫সহ ১৪২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ৪৪ জন। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ জন পাশ করেছে, জিপিএ৫ পেয়েছে ২জন, ফেল করেছে ৩ জন পাশের হার ৯১.৪২ শতাংশ।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬ জন, ফেল করেছে ২২ জন। পাশের হার ৬৯.৮৬ শতাংশ।

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩১ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫ জন। পাশের হার ৮১.৫৭ শতাংশ।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল থেকে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৮ জন, জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার ৭৮.২৩ শতাংশ।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেহেরপুর সদরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি

স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবারও ভালো ফলাফল ধরে রেখেছে। বিপরীতে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

গাংনীতে ল্যান্ডমাইন আতঙ্কে পার ৩২ ঘণ্টা, চরম আতঙ্কে স্থানীয়রা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে ল্যান্ডমাইন সদৃশ বোমা পাওয়ার ঘটনায় ৩২ ঘণ্টা পার হলেও আতঙ্ক কাটেনি স্থানীয়দের।

শনিবার (৮ আগস্ট) মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার খবরে এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়ছে।

খবর পেয়ে জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, র্যাব, বিজিবি এবং গ্রাম পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন। রাতে বিজিবি, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা সেখানে পাহারায় ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এলাকাটি সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। জননিরাপত্তার স্বার্থে এর আগ পর্যন্ত এলাকাটি কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁরা শনিবার সকাল থেকেই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। নির্ঘুম রাত পার করার পাশাপাশি দীর্ঘ ৩২ ঘণ্টার অপেক্ষায় তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এমনকি বিষয়টির সুরাহা কবে নাগাদ হবে, সেটিও তাঁরা জানেন না।

বেতবাড়িয়া গ্রামের ওষুধ ব্যবসায়ী টুটুল আহমেদ বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলোর দেখা মেলে, তখন থেকেই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ওই বস্তুগুলো এমন একটি জায়গায় রাখা আছে, যার

চারপাশেই ঘনবসতি ও বাজার। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমার ওষুধের দোকানটিও বোমাগুলোর ২০ ফুটের মধ্যে। এ কারণে আমিও দোকানে স্বস্তির সঙ্গে বসতে পারছি না।’

স্থানীয় বাসিন্দা ওমর আলী বলেন, ‘আজ দুদিন হলো বোমা আতঙ্কে আছি। এ যেন সেই স্বাধীনতার সময় ফিরে এসেছে। কখনো বিজিবি, কখনো র্যাব, আবার কখনো পুলিশের আনাগোনা। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলো জনসম্মুখে আসে, তখন থেকেই এ অঞ্চলে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁরা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, এগুলো যত দ্রুত সম্ভব অপসারণ করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হোক। আমিও তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই জননিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকায় কর্ডন করে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে যতটুকু সংবাদ আছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে এসে সেগুলো উদ্ধার করার পর ওই এলাকা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।’

গাংনীর রংমহল সীমান্তে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রবিবার (৯ জুলাই) সকাল ৮ টায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ধলা গ্রামের সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির হাবিলদার মো. দিদারুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের মেইন পিলার ১৩৭/২-এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল মাঠে মালিকবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, উদ্ধার করা গাঁজার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে ১০টি ল্যান্ডমাইন ও ৫টি বক্স উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে ১০টি ল্যান্ডমাইন ও ৫টি ল্যান্ডমাইনের বক্স উদ্ধার হয়েছে। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ের বেতবাড়িয়া গ্রামের কালু মালিথার পরিত্যক্ত জমিতে স্থানীয়রা মাইনসদৃশ কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবুল মালিথার ছেলে কাঁদো মালিথা নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় মাটির নিচে ধাতব আকৃতির কয়েকটি বস্তু দেখতে পান। পরে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করলে একে একে মোট ১০টি ল্যান্ডমাইন সদৃশ বস্তু এবং ৫টি ল্যান্ডমাইনের খালি বক্স উদ্ধার হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়রা গাংনী থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে এলাকা নিরাপত্তার আওতায় নেয়।

বামুন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জহুরুল ইসলাম বলেন,উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলো প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় ল্যান্ডমাইন কি না, নাকি পুরোনো বা নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক,তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ কারণে সাধারণ মানুষকে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) শিমুল কুমার দাস বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলো পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য বোমা ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষা করার পরই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে এগুলো ল্যান্ডমাইন কি না?

গাংনী সীমান্তে নারী-পুরুষসহ ৫ জনকে পুশইনের চেষ্টা; বিজিবি’র প্রতিরোধে ব্যর্থ

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে নারী পুরুষ সহ ৫ জনকে পুশইনের চেষ্টা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ৭ আগষ্ট শুক্রবার ভোর ৪ টায় ধলা সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করলে বিজিবি’র প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল রাশেদ কামাল রনি,জানান, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩৫/৪-এস হতে আনুমানিক ১৫০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে ধলা মাঠ নামক স্থান দিয়ে প্রতিপক্ষ ১১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর বুড়িপোতা ক্যাম্পের সদস্যরা অজ্ঞাত পরিচয়ের ৪ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করে। বিজিবি’র প্রতিরোধের ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ধলা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার নিজাম উদ্দীন শিকদার জানান,তারা সীমান্তে অবস্থান করছেন। কোন ভাবেই অবৈধ পুশইন করতে দেয়া হবেনা। বর্তমানে সীমান্তে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ যাদের পুশইনের চেষ্টা করেছিলেন তারা বর্তমানে কাঁটাতারের কাছেই অবস্থান করছে বলে তারা দেখতে পাচ্ছেন। তবে বিজিবি সাথে গ্রামবাসিও প্রস্তুুত রয়েছে। কোন ভাবেই পুশইন করতে দেবেনা গ্রামবাসি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে পুলিশের ব্লক রেইড অভিযান, গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করেছে গাংনী থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানটিতে ডিবি পুলিশ ও র্যাবের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে শিপন (৪৫), ইয়াদ আলীর ছেলে ফজল (৬৫), দুলালের ছেলে রানা (২১), ফজলের স্ত্রী তানজিরা খাতুন (৫৪) ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের তাজউদ্দিনের ছেলে জাহিদকে (২৮) আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় আটক ব্যক্তিদের বাড়ির বিভিন্ন জায়গা তল্লাশি করে প্রায় ৫ কেজি গাঁজা, ১০টি ইয়াবা বড়ি ও একটি পরিত্যক্ত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কয়েকজন পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে গাঁজা, ইয়াবা বড়ি ও মোটরসাইকেলসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হবে।’

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউপিতে

প্রশাসক ও কর্মকর্তার পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে এডিবি প্রকল্পে মানহীন কাজ করে বরাদ্দ লুটপাটের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার টাকা ভাগ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রকিব উদ্দীনের বিরুদ্ধে এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন রাজস্ব খাতের আনুমানিক ৩ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন প্রশাসক রকিব উদ্দীন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন স্বীকার করছেন তার কাছ থেকে প্রশাসক ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এডিবি, কাবিখা, টিআরসহ বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে সেখান থেকে লাভের অর্থ ভাগাভাগি করা হয়েছে। তারা এসব প্রকল্পের কাজ, ব্যয় ও অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত লাভ নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং এর আগেও সিলিং ফ্যান প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে প্রশাসক মোঃ রফিক উদ্দীন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন সেবা খাতের আনুমানিক প্রায় ৩ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এগুলো খতিয়ে দেখার কারণে বিভিন্ন সময় তিনি অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও সম্মানহানি করার চেষ্টা করছেন।

তিনি আরও বলেন, ৫৪ বছরের খাজনার প্রায় ৭ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে, সেখানে মাত্র ১০ হাজার টাকার কিছু বেশি জমা হয়েছে। এছাড়া নাগরিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, প্রিন্টিং প্রেস, অনার বোর্ড ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন খাতে কিছু টাকা ব্যয় হয়েছে ।

কর্মকর্তা নানা অনিয়ম খতিয়ে দেখার কারণেই তার বিরুদ্ধে

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিক উদ্দীনকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন।

এ বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, আমার বিরুদ্ধে প্রশাসক মিথ্যা বলছেন। আমি হিসাব দিয়েছি।

এদিকে ট্যাক্সের টাকা লুটপাট, রাস্তায় নিম্নমানের ইট, নিম্নমানের সিলিং ফ্যান সহ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের লাখ লাখ টাকা নয়ছয় করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনীতে রাস্তা পারাপারের সময় মটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া বাজার এলাকায় দ্রুতগতির মটরসাইকেলের ধাক্কায় জাহানারা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ জুলাই) সকাল নয়টার দিকে মটমুড়া বাজার এলাকায় সড়কপারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথমে স্থানীয়রা আহত জাহানারাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিয়ে গেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক জাহানারা দেখে মৃত ঘোষণা করে।

নিহত জানারা গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত শামসুল আলীর স্ত্রী।

৫ নম্বর মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহাজান আলী জানান, জাহানারা খাতুন মেয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে একটি মটরসাইকেল এসে ধাক্কা দিলে গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিলে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া নেয়া হলে সেখানে থাকা চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।